মেহেরপুরে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মাসিক সভা

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার (২১ ডিসেম্বর) সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সামিউল হক, সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মনজুর রশিদ, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এস. এম. রফিকুল হাসান, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক পার্থ প্রতিম শীল, মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সুপার বুলবুল কবীর এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আতিকুল হক।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক খেজমত আলী মালিথা, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুর রাহিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ. জে. এম. সিরাজুম মুনির, জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপপরিচালক আব্দুস সাত্তার, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা আরিফ আহমেদ, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সঞ্জীব কুমার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুকুমার মিত্রসহ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

সভায় মেহেরপুর জেলার চলমান ও প্রস্তাবিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় জেলার সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে আন্তঃদপ্তর সমন্বয় আরও জোরদার করার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তারা জেলার উন্নয়নকে গতিশীল করতে সম্মিলিত প্রচেষ্টার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুরে বিএনপি নেতা আমিরুল ইসলামের পক্ষে মনোনয়নপত্র উত্তোলন

মেহেরপুর-১ (মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর) আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলামের পক্ষে মনোনয়নপত্র উত্তোলন করা হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের কাছ থেকে তাঁর প্রতিনিধি দল এ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে।

মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেন, উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মানজারুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপি’র আইন বিষয়ক সম্পাদক এ্যাড: আব্দুল আলিম, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রফিকুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা।

মনোনয়নপত্র উত্তোলন শেষে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ জানান, মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি’র সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে দলীয় নেতা- কর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে কাজ করবেন। তারা বলেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিএনপি দৃঢ় অবস্থানে রয়েছে।

সরকার ও নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র উত্তোলনের শেষ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে ২৯ ডিসেম্বর। তফসিল অনুসারে, ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি চতুর্দশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

মেহেরপুরে বিএনপি নেতা কামরুল হাসানের পক্ষে মনোনয়নপত্র উত্তোলন

মেহেরপুর-১ (মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর) আসনে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসানের পক্ষে মনোনয়নপত্র উত্তোলন করা হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের কাছ থেকে তাঁর প্রতিনিধি দল এ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে।

মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ। এ সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন ও জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেননসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা।

মনোনয়নপত্র উত্তোলন শেষে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ জানান, মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে দলীয় নেতা- কর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে কাজ করবেন। তারা বলেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যাশা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিএনপি দৃঢ় অবস্থানে রয়েছে।

সরকার ও নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র উত্তোলনের শেষ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে ২৯ ডিসেম্বর। তফসিল অনুসারে, ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি চতুর্দশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

গাংনীতে যুবককে কুপিয়ে হত্যা,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে ইজিবাইক ও অটো চালকদের সাথে পুলিশ সুপারের মতবিনিময়

সড়ক দুর্ঘটনা রোধ ও যানজট নিরসনে ইজিবাইক, অটো রিক্সা এবং ভ্যান চালক সমিতির নেতৃবৃন্দদের সাথে মতবিনিময় করেছেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

আজ শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১১টার দিকে পুলিশ সুপারের কনফারেন্স রুমে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলার পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

পুলিশ সুপার বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা রোধে চালকদের সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। সাধারণ মানুষের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে এবং প্রাণহানি কমাতে পুলিশ ও চালক সমিতিকে একযোগে কাজ করতে হবে।

সভায় জেলার ইজিবাইক, অটো রিক্সা ও ভ্যান চালক সমিতির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ এ কে খন্দকার আর নেই

মহান মুক্তিযুদ্ধের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ, সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার, বীর উত্তম আজ শনিবার সকাল ১০ টা ৩৫ মিনিটে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না-লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।

এ কে খন্দকারের জন্ম ১৯৩০ সালের ১ জানুয়ারি।

পিতার তৎকালীন কর্মস্থল রংপুর শহরে। তার বাড়ি পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার ভারেঙ্গা গ্রামে। তার পিতা খন্দকার আব্দুল লতিফ ব্রিটিশ আমলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং মাতা আরেফা খাতুন ছিলেন একজন আদর্শ গৃহিণী। চার ভাই ও এক বোনের মধ্যে এ কে খন্দকার ছিলেন তৃতীয়।

পিতার চাকুরির সুবাদে তার শিক্ষা জীবনের শুরু হয় বগুড়া শহরে। তিনি সেখানে বগুড়া করোনেশন স্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করেন। ভারত বিভাগের সময় এ কে খন্দকার ১৯৪৭ সালে মালদা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন।

১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে পিএএফ (পাকিস্তান বিমান বাহিনী) থেকে তিনি তার কমিশন (পাইলট অফিসার পদ) লাভ করেন।

১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি ফাইটার পাইলট হিসেবে কাজ করেন ও পরে ফ্লাইং ইন্সট্রাক্টর হয়ে ওঠেন। তিনি পাকিস্তান এয়ার ফোর্স একাডেমিতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ছিলেন। ফ্লাইং ইন্সট্রাক্টর স্কুলে তিনি ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ফ্লাইট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

পরে জেট ফাইটার কনভারশন স্কোয়াড্রনে তিনি ফ্লাইট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৬০ সাল পর্যন্ত। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তিনি স্কোয়াড্রন কমান্ডার হিসেবে কাজ করেন পিএএফ একাডেমি।

পরে জেট ফাইটার কনভারশন স্কোয়াড্রনে তিনি স্কোয়াড্রন কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত। ট্রেনিং উইং-এর অফিসার কমান্ডিং হিসেবে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি পিএএফ একাডেমিতে দায়িত্ব পালন করেন। পিএএফ প্ল্যানিং বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি ১৯৬৯ সালের আগ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে পিএএফ বেইসের দায়িত্ব পান ঢাকায় ১৯৬৯ সালে।

এ কে খন্দকার উইং কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় হলে তিনি মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ হন। ২১শে নভেম্বর ১৯৭১ সালে তিনি পদোন্নতি পান গ্রুপ ক্যাপ্টেন হিসেবে বাংলাদেশের তৎকালীন অন্তর্বতী সরকার থেকে এবং জেনারেল এম এ জি. ওসমানী’র ব্যক্তিগত ডেপুটি ইন চার্জ বা উপ-প্রধান সেনাপতি হিসেবেও নিয়োগ পান।

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নিলেন ছেলে

মাত্র তিন ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নিয়েছেন আপন চাচাকে হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মশিউর রহমান ওরফে মশা।

গতকাল শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে পুলিশের কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তাকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামে নিয়ে আসা হয়। এ সময় গ্রামবাসীর কৌতূহল ও উত্তেজনা ছিল চোখে পড়ার মতো। শত-শত নারী-পুরুষ রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে এই সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে এক নজর দেখার চেষ্টা করেন।

জানাজা ও দাফন কার্যক্রম শেষে বিকাল ৫টার দিকে আবারও তাকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মেহেরপুর জেলা কারাগারে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। পুরো কার্যক্রমে গাংনী থানার তদন্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, বাড়ির চলাচলের পথ নিয়ে মাত্র দেড় ফুট জমির বিরোধের জেরে ২০০৩ সালে প্রকাশ্যে দিবালোকে নিজ চাচা আমিরুল ইসলামকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন মশিউর রহমান। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে সামিকুল ইসলাম বাদী হয়ে গাংনী থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। ঘটনার পরপরই পুলিশ আসামিকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠায়।

মামলার রায়ে মেহেরপুর জজকোর্ট প্রথমে মশিউর রহমানকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। পরে আসামিপক্ষ হাইকোর্টে আপিল করলে মৃত্যুদণ্ড কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। গত ২২ বছর ধরে তিনি কারাবন্দি রয়েছেন—প্রথমে যশোর এবং বর্তমানে মেহেরপুর জেলা কারাগারে।

গতকাল শুক্রবার সকালে মশিউর রহমানের পিতা মনিরুল ইসলাম বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করলে পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে প্যারোলে মুক্তির আবেদন জানানো হয়। আদালতের নির্দেশে বাবার জানাজায় অংশগ্রহণের জন্য তিন ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয় তাকে। এরপর পুলিশ পাহারায় আদালত থেকে নিজ গ্রাম জুগিন্দায় আনা হয়।

নিহত আমিরুল ইসলামের ছেলে সামিকুল ইসলাম জানান, “মাত্র দেড় ফুট জমির জন্য আমার বাবাকে প্রকাশ্যে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে আমার চাচাতো ভাই মশিউর রহমান। ঘটনার সময় বাবাকে বাঁচাতে অনেক চেষ্টা করা হলেও তিনি পুকুরে নেমে পড়ার পরও ঘাতক তাকে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করে। আদালতের রায়ে সে দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে রয়েছে। আজ তার বাবার মৃত্যুতে আদালতের নির্দেশে তিন ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি পেয়েছে—এতে আমাদের পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি জানানো হয়নি।”

স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, হত্যাকাণ্ডটি ছিল অত্যন্ত নৃশংস ও হৃদয়বিদারক। প্রকাশ্যে দিবালোকে বহু মানুষের সামনে সংঘটিত এ হত্যাকাণ্ড এখনো এলাকাবাসীর মনে আতঙ্ক হিসেবে রয়ে গেছে। বিকেলে পুলিশ পাহারায় আসামিকে গ্রামে আনা হলে সেই স্মৃতিই যেন আবার ফিরে আসে গ্রামবাসীর সামনে।

গাংনীতে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের পক্ষে মনোনয়ন ফরম উত্তোলন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের পক্ষে মনোনয়নপত্র উত্তোলন করা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার মো. আনোয়ার হোসেনের কার্যালয় থেকে এই মনোনয়নপত্র উত্তোলন করা হয়।

মনোনয়ন ফরম উত্তোলনকালে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, গাংনী পৌর বিএনপি’র সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডাম সুমনসহ দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পেয়েছিলেন জাভেদ মাসুদ মিল্টন। তবে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেনকে দলীয় মনোনয়ন দিয়েছে। এরপর থেকেই আমজাদ হোসেনের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র একাংশের পক্ষ থেকে ধারাবাহিক আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

মনোনয়ন ঘোষণার পর দুই পক্ষের মধ্যে একাধিক দফায় সংঘর্ষের ঘটনায় গাংনী উপজেলা শহর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সমর্থকেরা মশাল মিছিল, সড়ক অবরোধ ও টায়ার জ্বালানোসহ নানা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে আসছেন।

অন্যদিকে, দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকেই আমজাদ হোসেনের অনুসারীরা নির্বাচনী মাঠে সক্রিয় রয়েছেন। বিএনপি ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে লিফলেট বিতরণসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন ধানের শীষের প্রার্থী সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন ও তার নেতাকর্মীরা।

এ সময় তার সঙ্গে উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি মতিউর রহমান মতি মোল্লাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে।

গাংনীতে প্রেমের সম্পর্ক ধরে বিয়ের দাবিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বাড়িতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার

অনশন

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে চার বছরের প্রেমের অভিযোগ এনে বিয়ের দাবিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা দুই দিন ধরে অনশন পালন করছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে এরিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আজ শুক্রবার বিকাল ৪ টা পর্যন্ত তার বাড়িতেই অবস্থান করছেন।

এদিকে বিয়ের দাবিতে স্কুল শিক্ষিকা সালমা খাতুন বাড়িতে আসার সাথে সাথে অভিযুক্ত স্কুল শিক্ষক আমিরুল ইসলাম সুফল বাড়ি ছেড়ে অজ্ঞাত স্থানে পালিয়ে গেছেন। আমিরুল ইসলাম গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের আনারুদ্দীনের ছেলে ও চেংগাড়া সরকারির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক। সালমা খাতুন একই উপজেলার গোপালনগর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের মেয়ে ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মহিষকুন্ডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক (বাংলা)।

সালমা খাতুন অভিযোগ করেন, বিগত চার বছর যাবৎ আমার সাথে প্রেম করছে সে। প্রেমের সম্পর্কের কারণে সে বিভিন্ন স্থানে আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। সব ধরণের সম্পর্কও তৈরী হয়েছে। আমাকে বিয়ের আশ্বাস দিয়েছে বিভিন্ন সময়ে। আমি চাকুরি পেলে বিয়ে করবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল। আমি এখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হিসেবে চাকুরি পেয়েছি। কিন্তু সুফল আমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেনা। এমনকি আমার ফোনটুকুও ধরেনা। আমি তার বাড়িতে চলে এসেছি। বিয়ে না করলে এই বাড়ি থেকে আমার লাশ বের হবে।

এদিকে অভিযুক্ত শিক্ষক আমিরুল ইসলাম অজ্ঞাত স্থান থেকে মোবাইল ফোনে জানিয়েছেন, তার সাথে আমার কোনো ধরণের সম্পর্ক নেই। বিয়ের জন্য সে আমাকে ব্লাকমেইল করছে।

অভিযুক্ত শিক্ষকের খালাত ভাই বাবু জানান, দুজনেই স্কুল শিক্ষক। তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক আছে কিনা আমরা কেউ জানিনা। অনশনকারী সালমা খাতুন প্রেমের সম্পর্ক আছে দাবি করলেও আমিরুল ইসলাম সুফল সেটা মিথ্যা দাবি করছে। এই মূহূর্তে আমরা মেয়ের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু তার পরিবারের লোকজনও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাইনি। বিষয়টি গাংনী থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে। তারাও এসে রিপোর্ট নিয়ে চলে গেছে। মেয়েটি আজ বিকাল পর্যন্ত এখানেই বসে আছে।

এদিকে আমিরুল ইসলাম সুফল মোবাইল ফোনে জানিয়েছেন, ওই শিক্ষিকার সাথে আমার কোনো প্রেমের সম্পর্ক নেই। তার সাথে বিয়ের কথা হয়েছিল এক সময়। তারপর থেকেই সে আমাকে জালাচ্ছে। আমি তাকে বিয়ে করবো না। বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ ধরণের একটা পরিস্থিতিতে না পালিয়ে উপায় ছিলনা।

এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাশ বলেন, ঘটনাটি শোনার পর সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল।